R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান (কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য—সভাপতি
নিমাইচন্দ্র সাহা—সম্পাদক

৯৫শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই চৈত্র, বুধবার, ১৪১৫ সাল।
১লা এপ্রিল, ২০০৯ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

রাজ্য রাজনীতির বাতায়নে জঙ্গিপুর আজ কোন্ পথে ? (৩)

স্বপন ব্যানার্জী : কংগ্রেস দলে সারা বছর জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নেটওয়ার্ক নেই তা অনেক প্রবীণ কংগ্রেসী অগোচরে স্বীকার করেন। ফলে লড়াই এবার হাড্ডা হাড্ডি। প্রণববাবুর বাড়তি সুবিধা সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের পরিচিতি। সামন্ততান্ত্রিক গ্রামের পরিবেশে হেলিকপ্টারে ওঠানামা ও রাজা দেখে 'স্বপ্ন পূরণ করা' মানুষকে আকর্ষণ করবে। একইভাবে বড় কাগজের পাতায় প্রণববাবুর ছবি বাড়তি প্রচারে অনেইটাই সুবিধা এনে দেবে। পার্লামেন্টে টাকা দিয়ে সাংসদ কেনার সিডি, যা বিজেপির দাবি, বম্বে বিস্ফোরণ, জঙ্গিপুরে জঙ্গি ধরা পড়ার খবর, সাচার কমিটির হাজার কোটি টাকা ঘোষণা এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট খোলার প্রস্তাব কি হিন্দু ভোটারের ট্রামকার্ড হেলাতে পারবে ? (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুলিশের তৎপরতাকে ব্যর্থ করে হোটেল মালিক ও ড্রাইভার ছাড়া পেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর শেষে উমরপুরের 'সোনার বাংলা' হোটেলের মালিক পিন্টু সেখ ও ড্রাইভার বাবু সেখ ছাড়া পেলেন ২৪ মার্চ গভীর রাতে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ঐ দিন রাত ১০টা নাগাদ লালগোলা থেকে জঙ্গিপুর অভিমুখে একটি টাটা সুমো জাতীয় গাড়ীর পিছু নেয় পুলিশের বেশ কয়েকটি গাড়ী। পিছনে পুলিশের সারিবদ্ধ গাড়ী দেখে ঝড়ের বেগে ভাগীরথী ব্রীজ পার হয়ে গাড়ীটি নিয়ে উমরপুরে সোনার বাংলা হোটেল চত্বরে ঢুকে যায় ড্রাইভার। পুলিশের একাধিক গাড়ীও সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সামসেরগঞ্জ-ফরাক্কা ব্লক এখন মালদায় তাই প্রণববাবুর কাছে ঐ এলাকার মানুষ অচ্ছুৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে এবারে ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জ ব্লক বাদ গিয়ে দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রে পরে। গত লোকসভা ভোটে এখানকার মানুষ প্রণব মুখার্জীকে ভোট দিয়ে জয়ী করেছিল। ভোটে জেতার পর ধুলিয়ানে প্রণববাবু এসেছিলেন এবং বলেছিলেন তিনি এই এলাকার মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। এবারে এলাকার উন্নয়নের দায়িত্ব আমার। (শেষ পৃষ্ঠায়)

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের গলায় টাকার মালা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বর্তমানে দৈনিক ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে এলাকায় এলাকায় প্রচার কাজ চালাচ্ছেন। গত ২৭ মার্চ সুতী-২ ব্লকের পারুলিয়া, মহেশাইল, মাহাতাবপুর, নাদিরপুর, কুন্দলিয়া ইত্যাদি এলাকা প্রদক্ষিণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অরঙ্গাবাদের বিধায়ক তোয়াব আলি, জোহাক আলি প্রমুখ। রাস্তার দু' ধারে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে ওখানকার বিশেষ করে মহিলা বিড়ি শ্রমিকরা মৃগাঙ্ককে সম্বর্ধনা জানান। ইংলিশ-সাহাপাড়া গ্রামের জনৈকা বৃদ্ধা মৃগাঙ্কবাবুর গলায় টাকার মালা পরিয়ে দিয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সোনিয়ার নির্বাচনী সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী আগামী ২৭ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জীপার্ক মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় আসছেন। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে থাকছেন সৈফুদ্দিন শোস, গোলামনবী আজাদ, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাংকের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জাঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই চৈত্র, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

কে ধরিবে হাল

লোকসভা নির্বাচন এখন দোরগোড়ায়। প্রত্যেকেরই প্রচার দেওয়াল লিখন, মিটিং, মিছিল—দিবারাত্রি ব্যস্ত রাজনৈতিক কর্মীরা। নিজ নিজ কেন্দ্রে ঘনঘন আগমন নেতাদের। ইহার সহিত বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষ-খুনোখুনি শুরু হইয়াছে। এবার জোট ভোটের আওয়াজে অপর পক্ষের চৈত্র অবসানে পাতা ঝরার সুর অস্পষ্ট হইলেও বামশিবির কিছুটা অস্বস্তিতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। তবে বামেদের মতে তাহাদের পরিস্থিতি ভালো। সবকিছু নাগালের মধ্যেই আছে। রাজ্যের চল্লিশ শতাংশ পঞ্চায়েত এখনও বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে। আর পঞ্চায়েত স্তরে গণতান্ত্রিক এই পরিবর্তনটা তো রাজ্যের জনগণই ঘটাইয়াছেন।

সমীক্ষা করিলে দেখা যায় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়াই অন্য রাজ্যগুলির অগ্রণী ভূমিকা রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক বেশী। মানবিক উন্নয়নে, শিল্পোন্নয়নে, বেকার সমস্যা, দারিদ্রসীমায়, ভূমিহীন কৃষকের ক্ষেত্রে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে সর্বদিক হইতেই পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছনে। তবে কি সেই সব রাজ্যগুলিতে কোন বিরোধীপক্ষ নেই? আসল কথা এই রাজ্যে শাসকদল বিরোধীপক্ষকে কোন রকম গুরুত্ব না দিয়াই, তাহাদের সহিত কোন রকম আলোচনা না করিয়াই জোরজবরদস্তির সহিত সব কিছুই করিতে চায়। বিরোধীপক্ষও বাধা তৈয়ারীর রাস্তা হিসাবে জোরজবরদস্তির পথই বাছিয়া লইয়াছে। শিল্পোন্নয়নে বাধা, অবরোধ, বন্ধ, দুই পক্ষের সংঘর্ষ, বোমাবাজি, খুন—এক কথায় বলা যায় জনজীবন বানচাল করিবার রাজনীতি, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার রাজনীতি চলিতেছে এই রাজ্যে। একদিকে সিপিএম-এর ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তা অন্যদিকে বিরোধী-পক্ষের ঐক্যের সমাহার—বামদুর্গ স্বভাবতই আজ উদ্বিগ্ন, রাজ্য রাজনীতিতে ফ্রন্টের প্রাধান্য খর্ব হইবার আশঙ্কা, কংগ্রেসের সহিত তৃণমূল কংগ্রেসের জোট। জোটের ফলে, বিরোধী ভোট ভাগাভাগির সম্ভাবনা—এক কথায় বিরোধীদের এই আসন সমঝোতা লইয়া বামেরা রীতিমত চিন্তিত। পরিস্থিতির সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে কম্পিউটার হাতিয়ার করিয়া প্রচার কৌশলকেও হাইটেক করিয়াছে বামেরা।

আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল যতই ভাগাভাগি হইবে ততটাই অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতার সুযোগের সুবিধা পাইবে তৃতীয় ফ্রন্ট। পরিস্থিতি অনুযায়ী আসন সংগ্রহ করিতে না পারিলে যে কোনও শরিকদলই জোট ছাড়িয়া তৃতীয় ফ্রন্টে যোগ দিবে। তৃতীয় ফ্রন্ট সরকার গঠন করিলে প্রথমেই সংশয় জাগিবে প্রধানমন্ত্রীত্ব লইয়া। যিনিই প্রধানমন্ত্রী হউন তিনি কি তাঁহার মেয়াদকাল পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিবেন? কারণ অতীতেও লক্ষ্য করা গিয়াছে তৃতীয় ফ্রন্ট সরকার গঠন করিয়াও তাহারা তাহাদের মেয়াদকাল অতিক্রান্ত করিতে অক্ষম হইয়াছেন। সেই ক্ষেত্রেও আবার আসিবে রাজনীতির পালাবদল। রাজনীতি সমীক্ষা তাহার প্রকৃতরূপ ধারণ করিবে—রাজনীতিতে স্থায়ী সম্পর্ক বলিয়া কিছু নাই।

ভোট দিব কাকে?

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

যে দেশে শতকরা ৮১ জন লোকই নিজেদের নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সেই দেশে শাসক নির্বাচন হবে ভোটে। যাঁরা ভোটপ্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের কাহাকেও চেনে না এমন ভোটদাতাই অধিকাংশ। নিজেকে সবচেয়ে যোগ্যতম প্রার্থী বলে সাধারণের কাছে প্রচার করতে লজ্জাবোধ করে না এমন ভোট ক্যাণ্ডলাই বেশী। এ ক্ষেত্রে সরল-হৃদয় সাধারণ লোকের পক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তি বাছাই করার মত বুদ্ধি বেশীর ভাগ ভোটারেরই নাই।

এটা হলো বক্তৃতার দেশ। আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর দেশ স্বাধীন হ'য়েছে ব'লে শোনা যাচ্ছে, স্বাধীনতার সুখ সুবিধা কেহ কি বুঝিতে পারিতেছেন? ভাল ভাল বিদ্বান লোকেও অনুমান করিতে পারেন না কাকে ভোট দিলে দেশের মঙ্গল হবে। ব্যাকরণ নামক শাস্ত্রে বলে আমি "উত্তম পুরুষ"। সব লোকই নিজেকে "আমি" বলে, কাজেই সে উত্তম পুরুষ। এখন সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য ভোট-প্রার্থীর মধ্যে যোগ্যতম কে তা নির্ণয় করা কঠিন। যাকে সে ভোট দিবে না সে যদি মেম্বর হয়ে যায়, তখন সে তক্তে বসে যতটুকু ক্ষমতা জাহির করে ভোট না দেওয়া মানুষের মন্দ করার চেষ্টা করিবে।

এই বিপদ নিবারণের জন্য ইংরাজ সরকার থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সরকার পর্যন্ত ভোট দিবার নিয়ম এমন তৈরী করেছেন—যে কে কাহাকে ভোট দিল, তা জানিবার উপায় নাই। সুতরাং সাধারণ ছা-পোষা মানুষের উচিত আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলালের মত সবকে খুশী করা। সব ভোট ক্যাণ্ডলাকেই মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে খুব সোহাগ করে নিজের যাকে মন তার বাক্সে ভোটের কাগজ ফেলা। তারপর যে জিতে গেল তাকেই ভোট দিয়েছি বলে নিজের বিপদ কাটানো। আমাদের দেশে হিন্দী ভাষায় একটা উপদেশ বাক্য আছে—

"ছোটা আদমীকা বড়া পদ হোনেসে উস্‌কো বহুৎ কায়দাসে সেলাম করনা চাহিয়ে।"

যিনি যত বক্তৃতাই করুন না কেন, অন্য দেশে যাই হোক, আমাদের বাংলা দেশে কি হবে কেউ বলতে পারে না। গত পূর্ব সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল কত বক্তৃতা করে সারা পশ্চিম বাংলা ঘুরে শেষে দেখলেন পশ্চিম বাংলার ৭টি মন্ত্রীই দন্ত বিকাশ করে পপাত ধরণীতলে। দেখবে খুব লেখাপড়া জানা বিদ্বান ফেল হবে আর 'ক' লিখতে কলম ভাঙে এমন মূর্খ আইনসভার মেম্বর হয়ে সভা আলো করে বসেছে। তবে এ তামাসা দেখে সকলেই প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকাংশ উপলব্ধি করে হাস্য সংবরণ করতে পারেনি।

শ্লোকাংশ হচ্ছে—

"শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা
সঃ কিং নাশ্নাত্যুপানহম্"

মানে হলো—কুকুরকে রাজা করিলে সে কি জুতো খাওয়া ছাড়ে?

সরকার সব মেম্বরকে রেলের প্রথম শ্রেণীর ডবল ভাড়া দিলেও এই মেম্বর থার্ড কেলাসে যাতায়াত করে নিজের প্রবৃত্তি সাধারণের কাছে প্রকাশ করতে কুন্ঠাবোধ করে না।

সব ভোট ক্যাণ্ডলাকেই যথেষ্ট সোহাগ করতে যেন কেহ ভুল না করেন। কারণ সে যদি মেম্বর হয়ে যায়—তার বিশ্বাস কি?

বছর ত্রিশেক পূর্বে আমাদের জেলায় শ্রীনৃসিংহবাবু নামে এক দারোগা ছিলেন। ভদ্রলোক খুব সদানন্দ পুরুষ। তাঁর কাছে মাতাবিক সিং নামে এক দেশোয়ালী কনষ্টেবল ছিল। কিছুদিন পরে মাতাবিক সদরে পুলিশ সাহেবের আরদালীর পদ প্রাপ্ত হয়। নৃসিংহবাবু সদরে পুলিশ সাহেবের বাসায় গেলেই মাতাবিক তাঁহাকে সেলাম করার আগেই তিনিই মাতাবিককে সেলাম দিতেন। পুলিশ সাহেব এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করে (৩য় পৃষ্ঠায়)

নির্বাচন ভাবনা

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

ভোটের দামামায় কাঠি পড়েছে। এগিয়ে আসছে ভারতের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন। গোটা দেশের রাজনৈতিক মঞ্চ সরগরম হয়ে উঠেছে। যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলির রণহুঙ্কারে এবং চাপান-উতরের তর্জায় চারিদিক উত্তাল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে দেশে গড়ে উঠেছে ছোট-বড় অসংখ্য দল। বলার কিছু নেই। গণতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত, স্বীকৃত দল গঠনের অধিকার। অতএব মত পার্থক্য হোলে বানাও একটা পৃথক দল, লক্ষ্যে পেঁছাতে হবে বাঁধ জোট, আশা ভঙ্গ হোলে ভাঙ জোট। এই রকম জোড়া-ভাঙার বা ছাড়ার ঐতিহ্য বেশ জোড়ালোভাবেই গড়ে উঠছে ভারতীয় রাজনীতিতে। আর হতভাগ্য নির্বাচকেরা বিভ্রান্তির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের সঠিক ভূমিকা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতি যে ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয় তা বোধ হয় বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমার স্বল্প বুদ্ধিতে মনে হয় এই অন্তহীন দল গঠনের প্রবণতার অন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা কেমনভাবে ঘটান যাবে সেটা বলার ক্ষমতা আমার নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে কথিত ইংলন্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা। অবশ্য উভয় দেশেই আরো কয়েকটি ছোট ছোট দল রয়েছে যাদের সংখ্যা বেশ কম এবং দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এদের অস্তিত্ব অতি নগণ্য বা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। উভয় দেশেই জাতীয় সরকার যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। বিশেষতঃ ইংলন্ডে, যেখানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আমাদের দেশের মত। এখানে সরকার সুস্পষ্ট সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থায় দিন দিন দলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে বল্গাবিহীনভাবে। এ দেশ যেন শতদল, সহস্র দলের লীলাক্ষেত্র। এখানে বর্তমানে কোন একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। এখন দেশের জনগণ একক পরিচিতির (জাতীয় পরিচিতি) মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে বহুমুখী পরিচিতি (মাল্টিপ্‌ল আইডেনটিটি), যেমন, আঞ্চলিক, ধর্মীয়, গোষ্ঠীগত, জাতিগত ইত্যাদি। এমতবস্থায় মিলিজুলি সরকার গঠন ছাড়া গত্যন্তর নেই। এটাই যখন বাস্তবতা তখন নির্বাচকদেরকে মাথায় রাখতে হবে কাদের হাতে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার ভার দেওয়া হলে দেশের ও দশের সর্বাধিক কল্যাণ। কিন্তু কাজটি যে সহজ নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক, আমরা বর্তমানে এক কঠিন আভ্যন্তরীণ বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছি। বিরূপ মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমাদের দেশ নিজেকে কতটা সুস্থিত রাখতে পারবে—এই চিন্তাবোধ হয় যে কোন সচেতন ভারতবাসীর মনকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। আশা করি আসন্ন নির্বাচনে নির্বাচকমন্ডলী তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে যথাসম্ভব প্রয়াসী হবে।

নতুন বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে ফাঁসিতলায় পন্ডিত বাগানে প্রায় দু' কাঠা জায়গার উপর একটি একতলা নতুন বাড়ী বিক্রী আছে।

যোগাযোগ— ৯৭৩২৫১৫৪৪৭

লজে দেহ ব্যবসা—পুলিশ কিছু জানে না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকন্ঠে এক লজ থেকে দু' জন কিশোরীকে উদ্ধার করেও পুলিশ ওদের বিরুদ্ধে কোন আইনী ব্যবস্থা নেয়নি বলে ঐ এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ। ঐ লজে বাইরে থেকে মেয়ে এনে দেহ ব্যবসা চলে—এই ধরনের প্রচার অনেক দিনের। অথচ পুলিশ কিছু জানে না। সে দিন মেয়ে দুটি বীরভুমের এক কলেজের ছাত্রী বলে আইডেনটিটি কার্ডও নাকি দেখায়। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সর্বত্র প্রকৃত ঘটনা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

ভোট দিব কাকে? (২য় পৃষ্ঠার পর)

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"নৃসিংহবাবু, তুমি আমার আরদালীকে ব্যস্ত হয়ে আগেই সেলাম কর কেন? সে তো তোমার কাছে কনষ্টেবল ছিল। নৃসিংহবাবু সসম্মানে সাহেবকে বললেন—হুজুর, তা থাকলে কি হবে, এখন মাতাবিক সিং আমার "কনফিডেন্সাল্ ক্যারাক্টার রোলের" বিধাতা। হুজুর যদি ওর মুখে শোনেন যে আমি ঘুসখোর, মাতাল ইত্যাদি আমার দফা ঠান্ডা। কাজেই প্রাণের দায়ে সেলাম করি। সত্য কথা বলতে কি হুজুর, পুলিশ সাহেবের বাড়ীর আয়া-মা লক্ষ্মীর সন্তান সম্ভব দেখলে ঐ গর্ভস্থ সন্তানের উদ্দেশ্যে হাত তুলি—কি জানি ঐ গর্ভে আমার কোনও মুনিব আছে কি না!

কাজেই আজকের ফ্যা ফ্যা করা ভোট ক্যাংলা কাল তক্তে বসে কোন্ ফ্যাসাদ লাগাবে কি না কে জানে! সবকেই আদর করে ভোট দিবার আগ্রহ দেখিয়ে যাকে দিবার মন তাকেই দিলে কোন বিপদ নাও হতে পারে।

সবসে মিলিয়ে সবসে হিলিরে
সবকা লিজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি করতে রহিয়ে
বৈঠকে আপনা ঠাম্।

শ্রীমতীকে বৃন্দাদূতী প্রেমের পদ্ধতি শিখিয়ে ছিলেন—

"যদি যাইবি দক্ষিণে, বলিবি পশ্চিমে
দাঁড়াবি পূরব মুখে,
গোপনের প্রেম গোপনে রাখিলে
থাকিবি মনের সুখে।"

প্রকাশকাল—১৩৬৮

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি
চলে আসুন।

নিউ
কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

কংগ্রেসী এ্যাম্বুলেন্সে রোগী চলাচলে বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের খোদারামপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে এবং জঙ্গিপুর মহাবীর সংঘকে বছর চারেক আগে দু'টি এ্যাম্বুলেন্স দেন। এলাকার মানুষ ন্যূনতম খরচে বহরমপুর-মালদা বা কোলকাতায় চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছিলেন। সম্প্রতি সিটু পরিচালিত ট্যাক্সি ইউনিয়ন জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে কোন রোগী ঐ দুটি এ্যাম্বুলেন্সে পরিবহন করতে দিচ্ছে না। তারা এক রকম গায়ের জোরে হাসপাতাল বাউন্ডারির মধ্যে নিজেদের গাড়ীগুলো রেখে দিয়ে মুমূর্ষু রোগীদের বেশী ভাড়ায় তাদের গাড়ীতে নিয়ে যেতে বাধ্য করাচ্ছে। এ অভিযোগ করেন রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা আবুল কাশেম। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানায় তারা লিখিত অভিযোগ করেন। তার আগে ২৪ মার্চ একইভাবে জঙ্গিপুর মহাবীর সংঘের এ্যাম্বুলেন্সটি হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকলে ট্যাক্সি ইউনিয়নের লোকজন ঐ এ্যাম্বুলেন্সে রোগী বহনে বাধা দেয়। গাড়ীর মাথার হোর্ডিং ভেঙে দেয় বলে মহাবীর সংঘের সেক্রেটারী কেশব দাস মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। রঘুনাথগঞ্জ থানায়ও সমস্ত ঘটনা জানানো হয়।

জঙ্গিপুর আজ কোন্ পথে ? (১ম পৃষ্ঠার পর)

মানুষের স্মৃতি বড়ই দুর্বল। সবই তলিয়ে যাবে দু' দলের রঙিন পোস্টার, হোর্ডিং ও গরম বক্তৃতার প্রতিশ্রুতিতে। তাই এখন শুধু দেখার। শুধু সময়ের প্রতীক্ষা। সময়ই বলবে ভোট ও আগামী দিনের রাজনীতি ভাগীরথীর কোন্ বাঁকে দাঁড়াবে ? কে কত ভোটে জিতবেন ? রাজনীতির উচ্চ মহলের প্রভাব এখন বিশ্বায়নের যুগে নিচের মহলেও সমানভাবেই পড়ছে। এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরের চুক্তি ও খবরের প্রভাব বৈদ্যুতিন মিডিয়ার মাধ্যমে গ্রামের অর্ধশিক্ষিত মানুষকেও প্রভাবিত করছে।

(চলবে)

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সব দিক থেকে নিরাপত্তায়—

॥ হোটেল ইণ্ডিগো ॥

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ ২৬৬০২৩

রুচিসম্মত আহার, এয়ার কণ্ডিশনসহ বাসস্থান, কনফারেন্স রুম এবং যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা বলি।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ড্রাইভার ছাড়া পেলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ হোটেল ঘিরে ফেলে। পরে হোটেলের ভিতরে চিরুণী তল্লাসী চালায়। গাড়ীটির ফোমের গদি সমেত সবকিছু তন্নতন্ন করেও নাকি কোন অবৈধ জিনিস উদ্ধার হয়নি। গাড়ীটিতে হেরোইন পাচারের খবর আগে থেকে পেয়েই নাকি মুর্শিদাবাদের এ্যাডিঃ এস, পি, ; ডি, আই, বি, আই, জি, ; নার্কোটিকের ডি, আই, জি, ; লালবাগের এস, ডি, পি, ও ; এস, ডি, ও তৎপরতার সঙ্গে গাড়ীটির পিছু ধাওয়া করেন। সোনার বাংলা হোটেলের মালিক পিন্টু সেখ ও ড্রাইভার বাবু সেখকে পুলিশ রঘুনাথগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। বাবু সেখ পুলিশকে জানান—আগে তিনি এই হোটেলের মালিকের গাড়ী চালাতেন। সেই সুবাদে এখানে গাড়ী রেখে খাওয়া-দাওয়া করবেন। উল্লেখ্য, হোটেল মালিক পিন্টু সেখের বাড়ী লালগোলার নশীপুর গ্রামে। এই খবর চাউর হতেই লালগোলা ও উমরপুর এলাকা থেকে কয়েকশো মোটর সাইকেল আরোহী থানা চত্বরে এসে জমায়েত হয়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদেরও অনেককে ওখানে দেখা যায়। শেষে অনেক রাতে গাড়ীর ড্রাইভার ও হোটেল মালিককে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

গলায় টাকার মালা (১ম পৃষ্ঠার পর)

আল্লার কাছে তার জন্য দোয়া করে চোখের জল মোছেন। কেউ বাড়ী থেকে সরবৎ এনে দেন। কেউ দুপুরের খাবার আমন্ত্রণ জানান। বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় গরীব মানুষদের আন্তরিক আহ্বান মৃগাঙ্কবাবুকে অভিভুত করে। মৃগাঙ্কবাবু জানান, সকাল ৮·৩০টা থেকে এলাকায় এলাকায় প্রচার শুরু হচ্ছে। তার মাঝে কোথাও কর্মীসভা, কোথাও বৈঠক চলে। প্রচন্ড রোদের জন্য আহারে সঙ্গে থাকছে ছাতু, গুড়, পেঁয়াজ এবং পানীয় জল। প্রার্থীর নাম ঘোষণার আগে থেকেই প্রচার শুরু করে এখন পর্যন্ত অর্দ্ধেক এলাকার মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। প্রত্যেক জায়গায় মানুষ আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। দেয়াল লিখন পুরো এলাকায় সম্পূর্ণ হলেও প্রণব মুখার্জীর মতো পেশাদার লোক দিয়ে লেখাতে পারিনি। তাই সব জায়গায় দেয়াল লিখন দৃষ্টি নন্দন হয়নি। তবে আশাতীত সাড়া সর্বত্র পাচ্ছি। তাই 'জায়েন্ট কিলার' হয়ে গেলে অবাকের কিছু নেই।

ঐ এলাকার মানুষ অচ্ছুৎ (১ম পৃষ্ঠার পর)

তারপর আর কোনদিন ধুলিয়ানে আসেননি বা উন্নয়নে পাঁচটি টাকাও খরচ করেননি। প্রণববাবুর পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকেও বাতিল করা হয় ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জ ব্লককে। ভোটে জেতার পর প্রণববাবু পুজোর সময় গরীব মানুষদের কিছু কাপড় দিতেন, গত বছর থেকে সেটাও বন্ধ করে দেন। এই নিয়ে ক্ষোভ আছে ধুলিয়ান ও ফরাক্কার কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের মধ্যে। গত ২২ মার্চ '০৯ ধুলিয়ানে সামসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির ছিল। কথা ছিল সেখানে উপস্থিত থাকবেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আবু হাসেন খাঁন চৌধুরী। কিন্তু তিনিও আসেননি। এতে আরো ক্ষোভ বাড়ে কর্মীদের মধ্যে। অনেকে বলতে থাকেন প্রণববাবু ভোটের আগে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন ভোট চাইতে। আবু হাসেন সাহেব কি তাও আসবেন না। প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রায় এক হাজার কর্মীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হক, সামসেরগঞ্জ ব্লক সভাপতি তপন সরকার, তৃণমূল নেতা সোমেন পান্ডে, মালদা জেলা কংগ্রেস সভাপতি হাসেম আলি প্রমুখ। এই পরিস্থিতিতে কর্মীরা বিভ্রান্ত। কারো কারো বক্তব্য—প্রণববাবুর মতো আবু হাসেম সাহেবও মালদা কেন্দ্রীক। তিনি সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়া সামসেরগঞ্জ ব্লকের জন্য কতটা ভাববেন ? এই সব নানা প্রতিকূলতায় কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি ধুলিয়ান বা ফরাক্কায় এখনও ভোটের তেমন কোন হাওয়া নেই।